মেহেরপুর শহরে অনিরাপদ ও মানহীন খাদ্য জব্দ

অনিরাপদ ও মানহীন খাদ্য এবং স্প্রিড ও রোবট নামের কোমল পানীয় আটক করে ধ্বংস করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২২ জুন) সকালের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বেড়পাড়া এলাকায় একটি পরিবেশক কাভার্ড ভ্যানে তল্লাশী করে মানহীন বিভিন্ন শিশু খাদ্য, অনিরাপদ কোমল পানীয় স্পিড ও রোবট উদ্ধার করেন।

মেহেরপুর শহরের ৩ নং ওয়ার্ডের মিনার হোসেনের ছেলে পলাশ কাভার্ড ভ্যানের ভিতরে তল্লাশী চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করেন তিনি।

পরে ওই সব পণ্য ঘটনাস্থলেই পুড়িয়ে ধ্বংশ করা হয়।

গাংনীতে হেরোইন ও গা*জাসহ তিন যুবককে আটক করেছে মাদকদ্রব্য অধিদপ্তর

হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন যুবককে আটক করেছে মেহেরপুর মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া গ্রামের রহিদুল ইসলামের ছেলে রাজা হোসেন (২০), আকুবপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে ইব্রাহিম হোসেন (২৮) ও কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার খলিশাকুন্ডি গ্রামের মোনায়েব হোসেনের ছেলে আতিকুর রহমান ওরফে শৌরভ (২০)।

আজ রবিবার (১৯ জুন) সকালের দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের আকুবরপুর মাঠের মধ্যে থেকে অভিযান চালিয়ে এ তিন জনকে আটক করে

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিপ্তরের একটি ইউনিট।

আটক তিন জনের কাছ থেকে দেড় গ্রাম হেরোইন ও ৭০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক (এসআই) মদন কুমার জানান, মাদকদ্রব্যের একটি চালান পাচার হচ্ছে এমন সংবাদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পরে ওই তিনজনকে চ্যালেঞ্জ করলে তারা পালানোর চেষ্টা করে। এসময় তাদের আটক করা হয়।
মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামলা দিয়ে তিনজনকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ার কিশোর গ্যাং চক্রের ৩ সক্রিয় সদস্য চট্টগ্রাম থেকে আটক

কুষ্টিয়ার কিশোর গ্যাং চক্র বিএসবি’র ৩ সক্রিয় সদস্যকে চট্টগ্রাম থেকে আটক করেছে র্যাব। বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালি থানাধীন স্টেডিয়াম এলাকা হতে তাদের আটক করা হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াড্রন লীডার কোম্পানী কমান্ডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া সদর থানার-পূর্ব মজমপুর এলাকার হারুনুর রশিদের ছেলে মোহাম্মদ সংগ্রাম হোসেন সাইফ (১৯), মিরপুর উপজেলার বেলগাছী এলাকার আব্দুস সবুর বিশ্বাসের ছেলে মহাম্মদ নাফিস ফুয়াদ
(১৯) এবং কুমারখালী বানিয়াপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে তামিম শাহরিয়ার।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আটককৃতরা গত ১৩ জুন তারিখে কুষ্টিয়ার কলকাকলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমন চালিয়ে ঐ স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র আবিরকে মারাত্মকভাবে কুপিয়ে জখম করে

এবং স্কুলে ভাংচুর চালায়।

উক্ত ঘটনায় আহত ছাত্রের বাবা বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৩৬।

পরবর্তীতে কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রাম র্যাবের যৌথ অভিযানে কিশোর গ্যাং চক্রের ৩ সদস্য গ্রেফতার করা হয়। আটককৃত আসামিদের চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের আমঝুপি ইউনিয়নে দুই মেম্বর প্রার্থী আটক

ভোট কেন্দ্রের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার অভিযোগে দুই সাধারণ সদস্য (মেম্বর) প্রার্থীকে আটক করেছেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট।

তারা হলেন আমঝুপি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের জমিরুল শেখ (আপেল) এবং আলী কদর (মোরগ) প্রতীক।

বেলা আড়াই টার দিকে খোকসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মাসুদ পারভেজ জানান, বিনা অনুমতিতে ওই দুই প্রার্থী ভোট কেন্দ্রের বুথের মধ্যে অবৈধভাবে অবস্থান করে ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছিলেন। এসময় ভোট কেন্দ্রে দায়ীত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট তাদের দুজনকে আটক করে নিয়ে চলে যান।

স্থানীয়রা জানান, ওই দুই প্রার্থী ভোট কেন্দ্রের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে প্রভাব বিস্তার করছিলেন। এসময় তারা বেশ কয়েকবারবাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন।

পরে তাদের দুজনকে আটক করেন ম্যাজিস্ট্রেট।

গাংনীতে ৪ মাদক কারবারী আটক

গাংনী থানা পুলিশের এক সফল অভিযানে ৬৫ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক হলো ৪ মাদক কারবারী।

আটকরা হলেন, এ উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৪), বাবুল আক্তারের ছেলে আব্দুর রহমান ওরফে লায়েস (২০), গাংনী মহিলা কলেজপাড়ার আমজাদ হোসেনের ছেলে শ্যামল (২২), কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার পারগোয়ালগ্রামের হোসেন মালিথার ছেলে রাফিকুল ইসলাম (২৪)।

বুধবার (৮জুন) বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার চোখতোলা নামক স্থান থেকে ফেনসিডিলসহ তাদের গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

গাংনীর থানার উপপরিদর্শক(এসআই) নুর ইসলাম জানান, ফেনসিডিল বেচাকেনা চলছে এমন সংবোদে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযান টের পেয়ে মাদক কারবারীরা পালানোর চেষ্টা করে।অবশেষে পুলিশের হাতে আটক হন এ চারজন।

আটকদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার সকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলার ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১জনসহ জনকে গ্রেফতা করেছ।

নিয়মিত মামলায় গ্রেফতারকৃত হলেন, মেহেরপুর শহরের কেশবপাড়া এলাকার তোফাজ্জেল হোসেন শাহ’র ছেলে আরিফুল ইসলাম পাপ্পু (২৬)। তার নামে সদর থানায় একটি মামলা রয়েছে। মামলা নং ৩৫, তারিখ ২৯/০৫/২০২২ ইং।
অপরজন সিআর মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামী।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খানের নেতৃতে সোমবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সদর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান জানান, গ্রেফতারকৃতদের মঙ্গলবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ মুকুল আটক

এক রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগজিন ও বিদেশী পিস্তলসহ বহুল আলোচিত সাহারবাটি গ্রামের মুকুল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের একটি টীম।

গ্রেফতারকৃত মুকুল হোসেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের চারচারা পাড়া এলাকার নেক মহম্মদের ছেলে।

বুধবার (১০ নভেম্বর) বিকালে সাহারবাটি-গাংনী রোডের ইবাদৎখানা এলাকা থেকে মুকুল হোসেনকে গ্রেফতার করে র্যাবের একটি দল।

এসময় তার কাছ থেকে এক রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগজিন, একটি বিদেশী পিস্তল, নগদ ৬ হাজার ১৬০ টাকা ও একটি বাটন মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

র্যাব-৬ গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার এএসপি তারিক আমান বান্না জানান, মুকুল হোসেন পিস্তুল নিয়ে গাংনীর দিকে আসছেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে সাহারবাটি গ্রামের সন্নিকটে ইবাদৎখানা এলাকায় অবস্থান

নেয় র্যাবের একটি টিম। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে মুকুল পালানোর চেষ্টা করে। পরে তাকে আটক করতে সক্ষম হয় র্যাবের টিমটি। তার দেহ তল্লাশী করে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ভর্তি ম্যাগজিন নগদ টাকা ও একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আগ্নেয়াস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে রাতে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মুকুল হোসেন বর্তমানে একজন সুদ ও দাদন কারবারী। এক সময় সে র্যাবের দালাল পরিচয় দিয়ে নানাভাবে এলাকার নিরীহ মানুষ জনকে হয়রানী করতো। সেই বহুল আলোচিত মুকুল হোসেন আজ র্যাবের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক হওয়ার খবরে এলাকায় চরম আলোচনা শুরু হয়েছে।

মেহেরপুরে হেরোইনসহ সেই নারী মাদক ব্যবসায়ী মমতাজ আটক

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ সেই মমতাজ বেগম কে আটক করেছে।

রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর পিছনের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মমতাজ কে গ্রেফতার করা হয়। মমতাজ মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার মৃত বাবলার স্ত্রী।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসি (তদন্ত) আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর পিছনের একটি টিনের ঘরে অভিযান চালায়। এসময় মমতাজকে গ্রেপ্তার করার পর তার ঘর থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। মমতাজের বিরুদ্ধে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

উল্লেখ্য, গত ১জুন মেহেরপুর প্রতিদিনে “হাত বাড়ালেই মরণনেশা” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদে মমতাজে হেরোইন ব্যবসা তথ্য রয়েছে।

নিচের লিংকে পড়ুন সেই সংবাদ
হাত বাড়ালেই মরণনেশা!

গাংনীর বামন্দী থেকে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দীতে অভিযান চালিয়ে ২১ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা ডিবি পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় ডিবির এসআই হাবিবুর রহমান নেতৃত্বে এএসআই আহসান হাবীব ও এএসআই হেলাল উদ্দীন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটকৃতরা হলেন বামন্দী নিশিপুর ক্যাম্প পাড়ার মোয়াজ্জেম আলীর ছেলে মাসুদ রানা (১৯) ও ছাতিয়ান পশ্চিম পাড়ার মৃত জমির উদ্দীনের ছেলে শামীম রেজা (২৬)।
ডিবির ওসি জুলফিকার আলী জানান, আসামিদের গাংনী থানায় সোপর্দ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৫ শত গ্রাম গাঁজা সহ মোঃ আসান (৪০) নামের একজন মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানের নির্দেশে পুলিশ গোপন সংবাদের প্রেক্ষিতে গতকাল শুক্রবার

সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এস আই ইমরান হোসেন পুলিশের একটি টিম চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন হাতি কাটায় অভিযান চালান।

এসময় রাশিদুলের ফলের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মোঃ আসান(৪০) কে হাতেনাতে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করে। আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় বেশ কয়েকটি মাদকের মামলা আছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে আরো একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।